AS-SUNNAH
Health Care

হাসাদ ও বদনজরের

আরোগ্য

বদনজর-হাসাদের লক্ষণ ও চিকিৎসা

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে: রাক্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464

সূচিপত্র

হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ৩

অনুবাদ প্রসঙ্গে ৪

পর্ব ১: হাসাদ, বদনজর ও আক্রান্তের আরোগ্য

১ ভূমিকা ৬

২ বদনজর ও হাসাদে আক্রান্ত হওয়ার উপসর্গ ও আলামত ৮

৩ বদনজর ও হাসাদের চিকিৎসা ১১

৪ বদনজর ও হাসাদের রুকইয়াহর আয়াতসমূহ ১৪

৫ বদনজর ও হাসাদের রুকইয়াহর আয়াতসমূহ — অবশিষ্ট অংশ ২৫

৬ নারীদের প্রতি নসীহত ৪০

৭ পুরুষদের প্রতি নসীহত ৪৩

৮ সৌন্দর্যের অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত যেসব বস্তু বদনজর ও হাসাদ প্রতিহত করে বলে বিশ্বাস করা হয় ৪৫

৯ বদনজরে আক্রান্ত কিছু ঘটনার ছবি এবং রুকইয়াহ শরইয়্যাহ দ্বারা তার চিকিৎসা ৪৯

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি ৫১

..... ৫২

শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ৫৩

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

> বিকাশ / নগদ: +8801313-882464
> ইসলামী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট: 2050 115 67 00438103
> নাম: Md. Mosharrof Hossain
> শাখা: পাবনা (Pabna) · কোড: 115 · রাউটিং: 125761787

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

এটি শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী রচিত আরবি গ্রন্থ **«الحسد والعيون وشفاء المعيون»**-এর সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ। মূল গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের। এই অনুবাদ মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয় — সূত্র হিসেবে ব্যবহারের সময় মূল আরবি গ্রন্থটিই নির্ভরযোগ্য।

উপস্থাপনার নীতি

- সম্পূর্ণ অনুবাদ, সংক্ষেপ নয়। লেখকের প্রতিটি বক্তব্য, দলিল ও নির্দেশনা বাক্যে-বাক্যে অনূদিত; কোনো অংশ সারসংক্ষেপে পরিণত করা হয়নি।
- কুরআনের আয়াত মূল আরবিসহ, সূরার নাম ও আয়াত-নম্বরসহ, এরপর বাংলা অর্থ।
- হাদীস ও উদ্ধৃতি মূল আরবিসহ, মূল গ্রন্থে দেওয়া তাখরীজসহ, তারপর বাংলা।
- ফতোয়া ও অন্যের বক্তব্য — বক্তার নাম ও মূল গ্রন্থে দেওয়া উৎস অক্ষুণ্ণ।

অনুবাদ-পদ্ধতি ও যাচাই

মূল PDF-এর ভেতরকার টেক্সট-স্তর ত্রুটিপূর্ণ, তাই অনুবাদের সময় তা ব্যবহার করা হয়নি; প্রতিটি পৃষ্ঠার উচ্চ-রেজল্যুশন চিত্র থেকে সরাসরি পাঠ করা হয়েছে। মূল গ্রন্থে কোনো অসংগতি বা ছাপার ভুল ধরা পড়লে তা নীরবে সংশোধন বা নীরবে বহন — কোনোটিই করা হয়নি; সেগুলো আলাদা যাচাই-তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে।

পর্ব ১

হাসাদ, বদনজর ও আক্রান্তের আরোগ্য

১ ভূমিকা

২ বদনজর ও হাসাদে আক্রান্ত হওয়ার উপসর্গ ও আলামত

৩ বদনজর ও হাসাদের চিকিৎসা

৪ বদনজর ও হাসাদের রুকইয়াহর আয়াতসমূহ

৫ বদনজর ও হাসাদের রুকইয়াহর আয়াতসমূহ — অবশিষ্ট অংশ

৬ নারীদের প্রতি নসীহত

৭ পুরুষদের প্রতি নসীহত

৮ সৌন্দর্যের অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত যেসব বস্তু বদনজর ও হাসাদ প্রতিহত করে বলে বিশ্বাস করা হয়

৯ বদনজরে আক্রান্ত কিছু ঘটনার ছবি এবং রুকইয়াহ শরইয়্যাহ দ্বারা তার চিকিৎসা

ভূমিকা

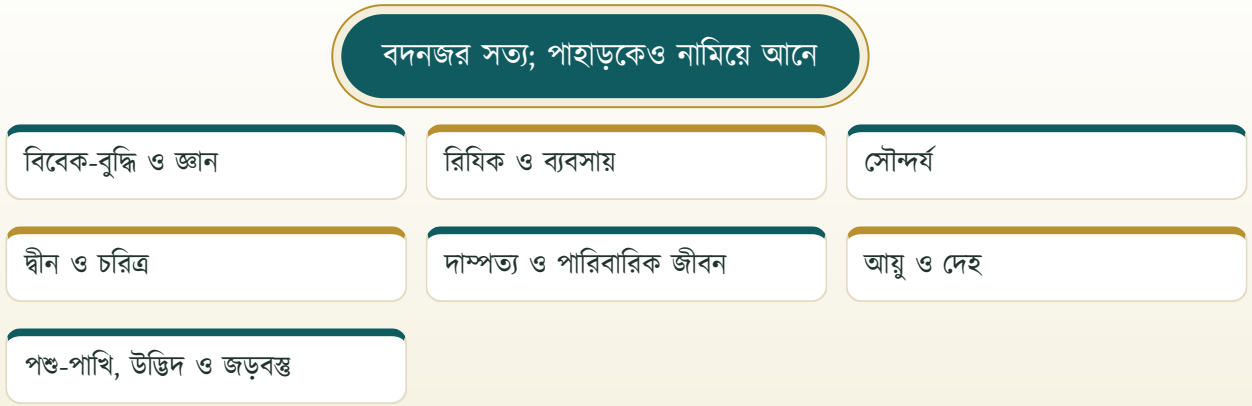
বদনজর ও হাসাদের রয়েছে এক অলৌকিক শক্তি, বহু মানুষ যা বিশ্বাস করে না; তা পাহাড়কেও ধসিয়ে দিতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«العَينُ حَقٌّ تَستَنزِلُ الحَالِقَ»

> "বদনজর সত্য, তা উঁচু পাহাড়কে নামিয়ে আনে।" — অর্থাৎ সুউচ্চ পাহাড়কে ধসিয়ে দেয়। (সহীহুল জামি ৪১৪৬)

বদনজর প্রভাব ফেলে বিবেক-বুদ্ধিতে, প্রভাব ফেলে রিযিকে, প্রভাব ফেলে সৌন্দর্যে, প্রভাব ফেলে দ্বীনে, প্রভাব ফেলে চরিত্রে, প্রভাব ফেলে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে, প্রভাব ফেলে আয়ুতে, প্রভাব ফেলে দেহে, প্রভাব ফেলে পশু-পাখি, উদ্ভিদ ও জড়বস্তুতে, প্রভাব ফেলে ব্যবসায়, রিযিকে, বুদ্ধিতে ও জ্ঞানে... ইত্যাদি।

বদনজরের প্রভাবক্ষেত্র



ভূমিকায় যে ক্ষেত্রগুলোতে প্রভাব ফেলার কথা এসেছে

লেখক

শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী (الشيخ: خالد بن إبراهيم الحبشي)

যাচাই করুন

1. হাদীসে বদনজর সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. বদনজর সত্য, তা উঁচু পাহাড়কে নামিয়ে আনে

খ. বদনজর শুধু কল্পনা

2. ‘পাহাড়কে নামিয়ে আনে’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. পাহাড়কে আরও উঁচু করে দেয়

খ. সুউচ্চ পাহাড়কে ধসিয়ে দেয়

3. বদনজর ও হাসাদের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে ভূমিকায় কী বলা হয়েছে?

ক. সবাই তা বিশ্বাস করে

খ. বহু মানুষ তা বিশ্বাস করে না

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-খ

অধ্যায় ১ সমাপ্ত

বদনজর ও হাসাদে আক্রান্ত হওয়ার উপসর্গ ও আলামত

সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: তন্দ্রা ছাড়াই একটানা হাই তোলা; না খেয়েও অতিরিক্ত ঢেঁকুর (তাকরী) ওঠা, যা কুরআন তিলাওয়াতের সময় বেড়ে যায়; গা চুলকানো (খুজলি); ফুসকুড়ি ও ফোড়া দেখা দেওয়া; কোনো কারণ ছাড়াই শরীর গরম বা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া; বুক চেপে আসা; আলস্য, অবসাদ ও অনিদ্রা; ওয়াসওয়াসা; কম খেয়েও শরীর ফুলে যাওয়া (স্থূলতা); ক্যান্সারের কিছু কিছু ক্ষেত্র; উন্মাদনা ও ভ্রান্ত ধারণার মতো কিছু মানসিক অবস্থা; ভুলে যাওয়া; চুল পড়ে যাওয়া; পরিশ্রম না করা সত্ত্বেও চোখের নিচে কালি পড়া ও মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া; স্থায়ী মাথাব্যথা; চামড়ার নিচে আঘাতের দাগের মতো বাদামি বা নীলচে ছোপ দেখা দেওয়া — বিশেষত উরু বা দুই বাহুতে; পাকস্থলীর মুখে এমন ব্যথা, যার চিকিৎসায় ডাক্তারেরা ব্যর্থ হয়েছেন; ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং ঘরে থাকতে অনীহা; মৃত্যুবোধ ও হতাশা; ঘুমের মধ্যে মৃত ব্যক্তি অথবা গিরগিটি দেখা; নানা রকম স্থানান্তরশীল তীব্র রোগে আক্রান্ত হওয়া, যেগুলো চিকিৎসাবিজ্ঞান শনাক্ত করতে পারে না এবং ব্যথা থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার ফলাফল স্বাভাবিক আসে; জৈব রোগে আক্রান্ত রোগীর দেহ সর্বোত্তম ওষুধেও সাড়া না দেওয়া, এমনকি মাত্রা বাড়ানো হলেও — ঘরে হঠাৎ পিঁপড়া দেখা দেওয়া, আর সঠিক কথা হলো তা যার্‌র (ক্ষুদ্র পিঁপড়া), অথচ সেগুলোর ঢোকার কোনো পথই নেই এবং তার আধিক্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে; শিশুদের অতিরিক্ত কান্না; ঘুমের মধ্যে নিজের পরিচিতজন বা আত্মীয়দের মধ্য থেকে কোনো কোনো বদনজরদাতাকে দেখা, যারা তার দিকে হিংসাভরা দৃষ্টিতে তাকায়, অথবা সে তাদের বলা কথাগুলো শোনে এবং তাদের চোখ বীভৎস রূপে দেখতে পায়... ইত্যাদি।

বর্ণিত উপসর্গ ও আলামত

- [ ] তন্দ্রা ছাড়াই একটানা হাই তোলা
- [ ] না খেয়েও অতিরিক্ত ঢেঁকুর; তিলাওয়াতের সময় বাড়ে
- [ ] গা চুলকানো (খুজলি), ফুসকুড়ি ও ফোড়া
- [ ] কোনো কারণ ছাড়াই শরীর গরম বা ঠান্ডা হওয়া
- [ ] বুক চেপে আসা
- [ ] আলস্য, অবসাদ ও অনিদ্রা; ওয়াসওয়াসা
- [ ] কম খেয়েও শরীর ফুলে যাওয়া
- [ ] ভুলে যাওয়া; চুল পড়ে যাওয়া
- [ ] পরিশ্রম ছাড়াই চোখের নিচে কালি, মুখ ফ্যাকাশে
- [ ] স্থায়ী মাথাব্যথা
- [ ] উরু বা দুই বাহুতে বাদামি বা নীলচে ছোপ
- [ ] পাকস্থলীর মুখে ব্যথা, যাতে ডাক্তারেরা ব্যর্থ
- [ ] ঘর থেকে বেরোনোর আকাঙ্ক্ষা, ঘরে থাকতে অনীহা
- [ ] মৃত্যুবোধ ও হতাশা
- [ ] ঘুমের মধ্যে মৃত ব্যক্তি বা গিরগিটি দেখা
- [ ] স্থানান্তরশীল তীব্র রোগ; পরীক্ষার ফল স্বাভাবিক
- [ ] ওষুধে সাড়া না দেওয়া, মাত্রা বাড়ালেও
- [ ] ঢোকার পথ নেই, তবু ঘরে হঠাৎ পিঁপড়া
- [ ] শিশুদের অতিরিক্ত কান্না
- [ ] ঘুমে পরিচিত বদনজরদাতাকে হিংসাভরা দৃষ্টিতে তাকাতে দেখা

লেখকের এক অনুচ্ছেদের তালিকা, পড়ার সুবিধার্থে সাজানো; তালিকা ‘ইত্যাদি’ দিয়ে শেষ

যাচাই করুন

1. তিলাওয়াতের সময় বেড়ে যায় বলে কোন উপসর্গের কথা এসেছে?

ক. গা চুলকানো

খ. চুল পড়ে যাওয়া

গ. না খেয়েও অতিরিক্ত ঢেঁকুর ওঠা

2. বাদামি বা নীলচে ছোপ বিশেষত কোথায় দেখা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে?

ক. মুখে ও কপালে

খ. উরু বা দুই বাহুতে

গ. পায়ের তলায়

3. স্থানান্তরশীল তীব্র রোগ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. চিকিৎসাবিজ্ঞান শনাক্ত করতে পারে না; ব্যথা সত্ত্বেও পরীক্ষার ফল স্বাভাবিক

খ. পরীক্ষায় সবসময় ধরা পড়ে

4. ঘরে হঠাৎ কী দেখা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যার ঢোকার কোনো পথ নেই?

ক. পিঁপড়া

খ. মশা

উত্তর: ১–গ, ২–খ, ৩–ক, ৪–ক

অধ্যায় ২ সমাপ্ত

বদনজর ও হাসাদের চিকিৎসা

প্রথমত: যদি বদনজরদাতাকে চেনা যায়

সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত সেই বক্তব্য, যা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন:

كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعْيُونُ

> "বদনজরদাতাকে নির্দেশ দেওয়া হতো যেন সে অজু করে, অতঃপর আক্রান্ত ব্যক্তি সেই পানি দিয়ে গোসল করত।"

আর এটিই সর্বোত্তম পন্থা। অথবা এর অনুরূপ কোনো পন্থা, যেমন বদনজরদাতার এমন কোনো পোশাক নেওয়া, যাতে তার ঘাম বা লালা মিশে আছে (টুপি — গেঞ্জি — জামা — তার পান করার পর অবশিষ্ট পানি), তারপর তা পানিতে ডুবিয়ে সেই পানি দিয়ে গোসল করা।

বদনজরদাতাকে চেনা গেলে

১. বদনজরদাতাকে নির্দেশ
সে যেন অজু করে

২. আক্রান্ত ব্যক্তির গোসল
সেই পানি দিয়ে গোসল করে

৩. অনুরূপ পন্থা: তার পোশাক নেওয়া
ঘাম বা লালা মিশে থাকা পোশাক

৪. পোশাক পানিতে ডোবানো
টুপি, গেঞ্জি, জামা বা পান করার পর অবশিষ্ট পানি

৫. সেই পানি দিয়ে গোসল
আক্রান্ত ব্যক্তি গোসল করবে

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত সুন্নাহ ও এর অনুরূপ পন্থা

দ্বিতীয়ত: যদি বদনজরদাতাকে চেনা না যায়

তখন রুকইয়াহ শরইয়্যাহ দ্বারা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহে বর্ণিত বৈধ চিকিৎসাসমূহ দ্বারা তার চিকিৎসা করা হবে; আর সেই সব উপায় দ্বারাও, যা পরীক্ষিত হয়েছে ও উপকারী প্রমাণিত হয়েছে এবং যার মূল বিধান বৈধ।

বদনজরদাতাকে চেনা গেলে ও না গেলে

চেনা গেলে	চেনা না গেলে
অজু করানো; তার পানিতে আক্রান্তের গোসল	রুকইয়াহ শরইয়্যাহ দ্বারা চিকিৎসা
বিকল্প: ঘাম বা লালা মিশে থাকা পোশাক	হাদীসে বর্ণিত বৈধ চিকিৎসাসমূহ
পোশাক পানিতে ডুবিয়ে সেই পানিতে গোসল	পরীক্ষিত ও উপকারী প্রমাণিত উপায়, যার মূল বিধান বৈধ

এক নজরে

- ★ বদনজরদাতাকে চেনা গেলে তাকে অজু করার নির্দেশ দেওয়া হতো
- ★ আক্রান্ত ব্যক্তি সেই পানি দিয়ে গোসল করত; লেখকের মতে এটিই সর্বোত্তম পন্থা
- ★ অনুরূপ পন্থা: ঘাম বা লালা মিশে থাকা পোশাক পানিতে ডুবিয়ে গোসল
- ★ চেনা না গেলে রুকইয়াহ শরইয়্যাহ ও হাদীসে বর্ণিত বৈধ চিকিৎসা
- ★ পরীক্ষিত ও উপকারী উপায়ও চলবে, যার মূল বিধান বৈধ

যাচাই করুন

1. বদনজরদাতাকে চেনা গেলে তাকে কী করতে বলা হতো?

ক. গোসল করতে

খ. অজু করতে

গ. রুকইয়াহ পড়তে

2. অজুর সেই পানি দিয়ে কে গোসল করত?

ক. বদনজরদাতা নিজে

খ. আক্রান্ত ব্যক্তি

3. অনুরূপ পন্থা হিসেবে কোন ধরনের পোশাকের কথা এসেছে?

ক. যাতে বদনজরদাতার ঘাম বা লালা মিশে আছে

খ. নতুন কেনা পোশাক

4. বদনজরদাতাকে চেনা না গেলে কীভাবে চিকিৎসা করা হবে?

ক. রুকইয়াহ শরইয়্যাহ ও হাদীসে বর্ণিত বৈধ চিকিৎসা দ্বারা

খ. কোনো চিকিৎসাই করা যাবে না

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-ক, ৪-ক

অধ্যায় ৩ সমাপ্ত

বদনজর ও হাসাদের রুকইয়াহর আয়াতসমূহ

এটি কতিপয় আয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন, যেগুলো বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের উপর এবং পানি, জলপাই তেল ও মধুর উপর পড়বে; এগুলোতে রয়েছে উপকার ও আরোগ্য:

সংকলনের আয়াত যার উপর পড়া হবে

- [ ] আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের উপর
- [ ] পানির উপর
- [ ] জলপাই তেলের উপর
- [ ] মধুর উপর

ভূমিকার বর্ণনা অনুযায়ী

প্রথম অংশের আয়াতসূচি

সংকলনের ক্রম ১–২০

আল-ফাতিহা ক্রম ১	আল-বাকারা ক্রম ২–১০	আন-নিসা ক্রম ১১–১২
আল-আনআম ক্রম ১৩	ইউনুস ক্রম ১৪	ইউসুফ ক্রম ১৫–১৮
আল-হিজর ক্রম ১৯	আল-কাহফ ক্রম ২০	

সূরা অনুযায়ী সংকলনের ক্রমিক নম্বর

أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١
ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ
٤ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦
صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ
٧﴾

১. সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত ১–৭ — বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক। পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। বিচার দিনের মালিক। আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং কেবল আপনারই সাহায্য চাই। আমাদেরকে সরল পথ দেখান — তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত এবং যারা পথভ্রষ্ট।

﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ وَعَلَىٰ سَمۡعِهِمۡۖ وَعَلَىٰٓ أَبۡصَٰرِهِمۡ غِشَٰوَةٞۖ وَلَهُمۡ
عَذَابٌ عَظِيمٞ ٧﴾

২. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৭ — আল্লাহ তাদের অন্তরে ও তাদের কানে মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ; আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

﴿يَكَادُ ٱلۡبَرۡقُ يَخۡطَفُ أَبۡصَٰرَهُمۡۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوۡاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظۡلَمَ عَلَيۡهِمۡ قَامُواْۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمۡعِهِمۡ وَأَبۡصَٰرِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٢٠﴾

৩. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২০ — বিদ্যুৎ-ঝলক যেন তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। যখনই তা তাদের জন্য আলো দেয়, তখনই তারা তাতে চলতে থাকে; আর যখন তাদের উপর অন্ধকার নেমে আসে, তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

﴿وَإِذۡ قُلۡتُمۡ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤۡمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهۡرَةٗ فَأَخَذَتۡكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمۡ تَنظُرُونَ ٥٥﴾

৪. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৫৫ — আর স্মরণ করো, যখন তোমরা বলেছিলে: হে মূসা, আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেখা পর্যন্ত তোমার প্রতি ঈমান আনব না। তখন বজ্র তোমাদেরকে পাকড়াও করল, আর তোমরা তা দেখছিলে।

﴿مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَلَا ٱلۡمُشۡرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ خَيۡرٖ مِّن رَّبِّكُمۡۗ وَٱللَّهُ يَخۡتَصُّ بِرَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ١٠٥﴾

৫. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১০৫ — আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কুফরি করেছে, তারা এবং মুশরিকরা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর কোনো কল্যাণ নাযিল হোক। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তাঁর রহমতের জন্য বিশেষভাবে মনোনীত করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا
حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟
وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾﴾

৬. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১০৯ — আহলে কিতাবের অনেকেই চায়, তোমাদের ঈমান আনার পর তোমাদেরকে আবার কাফিরে ফিরিয়ে দিতে — সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও, নিজেদের অন্তরের হিংসাবশত। সুতরাং তোমরা ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ
يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ
ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۖ
وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾﴾

৭. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৪৭ — তাদের নবী তাদেরকে বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তালুতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল: আমাদের উপর তার রাজত্ব কী করে হবে, অথচ আমরা তার চেয়ে রাজত্বের অধিক হকদার এবং তাকে প্রচুর ধনসম্পদও দেওয়া হয়নি? তিনি বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের

উপর তাকে মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও দেহে প্রাচুর্য দান করেছেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাঁর রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥﴾

৮. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৫ — আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, তবে তিনি যতটুকু চান ততটুকু ছাড়া। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে, আর এ দুটির সংরক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনিই সুউচ্চ, মহান।

﴿يُؤۡتِي ٱلۡحِكۡمَةَ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرٗا كَثِيرٗاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٦٩﴾

৯. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৬৯ — তিনি যাকে ইচ্ছা করেন হিকমত দান করেন। আর যাকে হিকমত দান করা হয়, তাকে তো প্রভূত কল্যাণই দান করা হয়। আর বোধশক্তিসম্পন্নরা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।

﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ
وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ
سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨٥ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا
إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن
نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى
ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا
وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦﴾

১০. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৮৫–২৮৬ — রাসূল তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছেন, এবং মুমিনগণও। সকলেই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে পার্থক্য করি না। তারা বলল: আমরা শুনলাম ও মানলাম। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি; আর আপনারই কাছে প্রত্যাবর্তন। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তারই জন্য, আর যা কামাই করে তা তারই উপর বর্তায়। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর আপনি যেমন ভারী বোঝা চাপিয়েছিলেন, আমাদের উপর তেমন বোঝা চাপাবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা আমাদের উপর অর্পণ করবেন না। আমাদেরকে মাফ করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক; অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾﴾

১১. সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩২ — আল্লাহ তোমাদের একজনকে অন্যজনের উপর যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তোমরা তার আকাঙ্ক্ষা করো না। পুরুষেরা যা অর্জন করে তাতে তাদের অংশ রয়েছে, আর নারীরা যা অর্জন করে তাতে তাদের অংশ রয়েছে। তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾﴾

১২. সূরা আন-নিসা, আয়াত ৫৪ — নাকি তারা মানুষের প্রতি হিংসা করে সেই অনুগ্রহের কারণে, যা আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ থেকে দান করেছেন? অথচ আমি তো ইবরাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল রাজত্ব দান করেছি।

﴿وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٥٣﴾﴾

১৩. সূরা আল-আনআম, আয়াত ৫৩ — এভাবেই আমি তাদের একদলকে অন্য দলের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলেছি, যাতে তারা বলে: আমাদের মধ্য থেকে এদেরকেই কি আল্লাহ অনুগ্রহ দান করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত নন?

﴿وَمِنۡهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيۡكَۚ أَفَأَنتَ تَهۡدِي ٱلۡعُمۡيَ وَلَوۡ كَانُواْ لَا يُبۡصِرُونَ ٤٣﴾

১৪. সূরা ইউনুস, আয়াত ৪৩ — তাদের মধ্যে এমনও আছে, যে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তবে কি তুমি অন্ধদেরকে পথ দেখাবে, যদিও তারা দেখতে পায় না?

﴿قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقۡصُصۡ رُءۡيَاكَ عَلَىٰٓ إِخۡوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيۡدًاۖ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لِلۡإِنسَٰنِ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٥﴾

১৫. সূরা ইউসুফ, আয়াত ৫ — তিনি বললেন: হে আমার প্রিয় বৎস, তোমার এই স্বপ্ন তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না; নইলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

﴿فَلَمَّا سَمِعَتۡ بِمَكۡرِهِنَّ أَرۡسَلَتۡ إِلَيۡهِنَّ وَأَعۡتَدَتۡ لَهُنَّ مُتَّكَـٔٗا وَءَاتَتۡ كُلَّ وَٰحِدَةٖ مِّنۡهُنَّ سِكِّينٗا وَقَالَتِ ٱخۡرُجۡ عَلَيۡهِنَّۖ فَلَمَّا رَأَيۡنَهُۥٓ أَكۡبَرۡنَهُۥ وَقَطَّعۡنَ أَيۡدِيَهُنَّ وَقُلۡنَ حَٰشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا مَلَكٞ كَرِيمٞ ٣١﴾

১৬. সূরা ইউসুফ, আয়াত ৩১ — অতঃপর সে যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য হেলান দিয়ে বসার আসর প্রস্তুত করল, আর তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল এবং বলল: তুমি তাদের সামনে বেরিয়ে এসো। অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল, তখন তাকে বিরাট মনে করল

এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল, আর বলল: আল্লাহ কতই না পবিত্র! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক সম্মানিত ফেরেশতা।

﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾﴾

১৭. সূরা ইউসুফ, আয়াত ৫৬ — আর এভাবেই আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; সে সেখানে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা করি আমার রহমত দিয়ে থাকি এবং সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করি না।

﴿وَقَالَ يَٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنۢ بَابٍ وَٰحِدٍ وَٱدْخُلُوا مِنْ أَبْوَٰبٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰهَا ۚ وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَٰهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾﴾

১৮. সূরা ইউসুফ, আয়াত ৬৭–৬৮ — আর তিনি বললেন: হে আমার পুত্রগণ, তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত কোনো কিছু আমি তোমাদের থেকে ঠেকাতে পারি না। হুকুম কেবল আল্লাহরই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি, আর ভরসাকারীরা তাঁরই

উপর ভরসা করুক। আর তারা যখন তাদের পিতার নির্দেশমতো প্রবেশ করল, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত কোনো কিছুই তা তাদের থেকে ঠেকাতে পারত না; তবে ইয়াকূবের অন্তরের একটি বাসনা ছিল, যা তিনি পূর্ণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই আমি তাকে যা শিখিয়েছিলাম, সে কারণে তিনি ছিলেন জ্ঞানের অধিকারী; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيۡنَيۡكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعۡنَا بِهِۦٓ أَزۡوَٰجٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا تَحۡزَنۡ عَلَيۡهِمۡ وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِلۡمُؤۡمِنِينَ ٨٨﴾

১৯. সূরা আল-হিজর, আয়াত ৮৮ — আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে ভোগের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনও চোখ তুলে তাকিয়ো না; আর তাদের জন্য দুঃখ করো না এবং মুমিনদের জন্য তোমার বাহু নত করে দাও।

﴿وَلَوۡلَآ إِذۡ دَخَلۡتَ جَنَّتَكَ قُلۡتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالٗا وَوَلَدٗا ٣٩﴾

২০. সূরা আল-কাহফ, আয়াত ৩৯ — তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন কেন বললে না: "মা শা আল্লাহ, লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" — আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই। যদি তুমি আমাকে সম্পদ ও সন্তানে তোমার চেয়ে কম দেখে থাকো।

আয়াতে হিংসা, দৃষ্টি ও প্রবেশের প্রসঙ্গ

সংকলনের কয়েকটি আয়াতের বক্তব্য

আল-বাকারা ১০৯
অন্তরের হিংসাবশত ঈমান থেকে ফেরাতে চায়

আন-নিসা ৩২
শ্রেষ্ঠত্বের আকাঙ্ক্ষা নয়; আল্লাহর অনুগ্রহ চাও

আন-নিসা ৫৪
অনুগ্রহের কারণে মানুষের প্রতি হিংসা

ইউনুস ৪৩
যে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে

ইউসুফ ৫
স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না

ইউসুফ ৬৭–৬৮
ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ

আল-হিজর ৮৮
ভোগের উপকরণের প্রতি চোখ তুলে তাকিয়ো না

আল-কাহফ ৩৯
বাগানে প্রবেশ করে ‘মা শা আল্লাহ’ বলা

যাচাই করুন

1. সংকলনের আয়াত আক্রান্ত ব্যক্তি কীসের উপর পড়বে?

ক. নিজের উপর এবং পানি, জলপাই তেল ও মধুর উপর

খ. কেবল দেয়ালের উপর

2. আল-কাহফ ৩৯ আয়াতে বাগানে প্রবেশ করে কী বলার কথা এসেছে?

ক. আমার নিজের শক্তিতেই সব হয়েছে

খ. মা শা আল্লাহ, লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ

3. ইউসুফ ৫ আয়াতে স্বপ্ন সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. সবার সামনে প্রকাশ করো

খ. ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না, নইলে তারা ষড়যন্ত্র করবে

4. ইউসুফ ৬৭–৬৮ আয়াতে কীভাবে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে?

ক. এক দরজা দিয়ে

খ. ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে

5. আল-হিজর ৮৮ আয়াতে ভোগের উপকরণের প্রতি কী করতে নিষেধ করা হয়েছে?

ক. মুমিনদের জন্য বাহু নত করতে

খ. চোখ তুলে তাকাতে

উত্তর: ১–ক, ২–খ, ৩–খ, ৪–খ, ৫–খ

AS-SUNNAH Health Care
www.assunnahealth.com

বদনজর ও হাসাদের রুকইয়াহর আয়াতসমূহ – অবশিষ্ট অংশ

﴿ وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ عِلۡمٗاۖ وَقَالَا ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّنۡ عِبَادِهِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١٥ ﴾ النمل.

২১. সূরা আন-নামল, আয়াত ১৫ — আর নিশ্চয়ই আমি দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম; আর তাঁরা উভয়ে বলেছিলেন, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।”

﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوۡمِهِۦ فِي زِينَتِهِۦۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا يَٰلَيۡتَ لَنَا مِثۡلَ مَآ أُوتِيَ قَٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٖ ٧٩ ﴾ القصص.

২২. সূরা আল-কাসাস, আয়াত ৭৯ — অতঃপর সে (কারূন) নিজ সম্প্রদায়ের সামনে জাঁকজমকের সাথে বের হলো। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, “হায়, কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে আমাদেরও যদি তেমনটি থাকত! নিশ্চয়ই সে বিরাট ভাগ্যের অধিকারী।”

﴿ وَلَوۡ نَشَآءُ لَطَمَسۡنَا عَلَىٰٓ أَعۡيُنِهِمۡ فَٱسۡتَبَقُواْ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبۡصِرُونَ ٦٦ ﴾ يس.

২৩. সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৬৬ — আর আমি ইচ্ছা করলে তাদের চোখগুলো লেপে দিতে পারতাম, তখন তারা পথের দিকে ছুটোছুটি করত; কিন্তু কীভাবে তারা দেখতে পেত?

﴿ يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ ﴿١٩﴾ ﴾ غافر.

২৪. সূরা গাফির, আয়াত ১৯ — তিনি চোখের খিয়ানত এবং অন্তরসমূহ যা গোপন করে, তা জানেন।

﴿ أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخۡرِجَ ٱللَّهُ أَضۡغَٰنَهُمۡ ﴿٢٩﴾ وَلَوۡ نَشَآءُ لَأَرَيۡنَٰكَهُمۡ فَلَعَرَفۡتَهُم بِسِيمَٰهُمۡۚ وَلَتَعۡرِفَنَّهُمۡ فِي لَحۡنِ ٱلۡقَوۡلِۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ أَعۡمَٰلَكُمۡ ﴿٣٠﴾ ﴾ محمد.

২৫. সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ২৯-৩০ — যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কি মনে করেছে যে আল্লাহ তাদের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না? আর আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের দেখিয়ে দিতাম, ফলে তুমি তাদের লক্ষণ দেখেই তাদেরকে চিনতে পারতে; আর অবশ্যই তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে কথার ভঙ্গিতে। আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে জানেন।

﴿ سَيَقُولُ ٱلۡمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقۡتُمۡ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأۡخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعۡكُمۡۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَٰمَ ٱللَّهِۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمۡ قَالَ

ٱللَّهُ مِن قَبۡلُۖ فَسَيَقُولُونَ بَلۡ تَحۡسُدُونَنَاۚ بَلۡ كَانُواْ لَا يَفۡقَهُونَ إِلَّا قَلِيلٗا ﴿١٥﴾ ﴾ الفتح.

২৬. সূরা আল-ফাতহ, আয়াত ১৫ — তোমরা যখন গনীমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বের হবে, তখন পিছনে ফেলে রাখা লোকেরা বলবে, “আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও।” তারা আল্লাহর বাণী বদলে দিতে চায়। বলো, “তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যাবে না; আল্লাহ আগেই এমনটি বলে দিয়েছেন।” তখন তারা বলবে, “বরং তোমরা আমাদের প্রতি হিংসা করছ।” প্রকৃতপক্ষে তারা সামান্যই বোঝে।

﴿ إِن يَثۡقَفُوكُمۡ يَكُونُواْ لَكُمۡ أَعۡدَآءٗ وَيَبۡسُطُوٓاْ إِلَيۡكُمۡ أَيۡدِيَهُمۡ وَأَلۡسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوۡ تَكۡفُرُونَ ﴿٢﴾ ﴾ الممتحنة.

২৭. সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত ২ — তারা যদি তোমাদের নাগালে পায়, তবে তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং অনিষ্টের উদ্দেশ্যে তোমাদের দিকে তাদের হাত ও জিহ্বা প্রসারিত করবে; আর তারা কামনা করে যে, তোমরা কুফরি করো।

﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ طِبَاقٗاۖ مَّا تَرَىٰ فِي خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٖۖ فَٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ هَلۡ تَرَىٰ مِن فُطُورٖ ﴿٣﴾ ثُمَّ ٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ كَرَّتَيۡنِ يَنقَلِبۡ إِلَيۡكَ ٱلۡبَصَرُ خَاسِئٗا وَهُوَ حَسِيرٞ ﴿٤﴾ ﴾ الملك.

২৮. সূরা আল-মুলক, আয়াত ৩-৪ — যিনি সাত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোনো অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। তুমি আবার দৃষ্টি ফিরাও, কোনো ফাটল দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও; সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।

﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزۡلِقُونَكَ بِأَبۡصَٰرِهِمۡ لَمَّا سَمِعُوا ٱلذِّكۡرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجۡنُونٞ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ ﴿٥٢﴾ ﴾

القلم.

২৯. সূরা আল-কলম, আয়াত ৫১-৫২ — আর কাফিররা যখন উপদেশবাণী (কুরআন) শোনে, তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দিয়েই তোমাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দেবে; আর তারা বলে, “নিশ্চয়ই সে পাগল।” অথচ তা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছুই নয়।

سورة الكوثر، الكافرون، الإخلاص، الفلق، الناس.

৩০. সূরা আল-কাউসার, আল-কাফিরূন, আল-ইখলাস, আল-ফালাক ও আন-নাস।

দ্বিতীয় অংশের আয়াতসূচি

ক্রম ও সূরা	আয়াতের বক্তব্য
২১ আন-নামল ১৫	জ্ঞান পেয়ে আল্লাহরই প্রশংসা
২২ আল-কাসাস ৭৯	কারূনের জাঁকজমক ও লোকের আকাঙ্ক্ষা
২৩ ইয়াসীন ৬৬	চোখ লেপে দিলে কীভাবে দেখত
২৪ গাফির ১৯	চোখের খিয়ানত তিনি জানেন
২৫ মুহাম্মাদ ২৯-৩০	অন্তরে ব্যাধি; কথার ভঙ্গিতে চেনা
২৬ আল-ফাতহ ১৫	‘বরং তোমরা আমাদের প্রতি হিংসা করছ’
২৭ আল-মুমতাহিনা ২	অনিষ্টের উদ্দেশ্যে হাত ও জিহ্বা প্রসারিত
২৮ আল-মুলক ৩-৪	বারবার দৃষ্টি ফিরিয়েও ফাটল নেই
২৯ আল-কলম ৫১-৫২	দৃষ্টি দিয়েই আছাড় দিয়ে ফেলার মতো
৩০	কাউসার, কাফিরূন, ইখলাস, ফালাক, নাস

এই রুকইয়াহ পড়তে হবে আয়াতগুলোর অর্থের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে; তারপর রোগীর মধ্যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। যেমন: সে অনুভব করে তার হাত-পা থেকে তাপ বেরিয়ে যাচ্ছে অথবা ঠান্ডা লাগছে, মাথাব্যথা কিংবা মাথা ঘোরা (দাওখা) অনুভব করে, ঝিমুনি-তন্দ্রা ও ঘুম আসে, শরীরে সুচ ফোটানোর মতো অনুভূতি হয়, বমিভাব হয়, দুই কাঁধে ব্যথা হয়, পিঠের উপর দিয়ে পিঁপড়ে হেঁটে যাওয়ার মতো অনুভূতি হয়, ঘাম হয়, হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে যায়...ইত্যাদি।

পাঠের সময় প্রকাশ পেতে পারে এমন লক্ষণ

- [ ] হাত-পা থেকে তাপ বেরোনো বা ঠান্ডা লাগা
- [ ] মাথাব্যথা কিংবা মাথা ঘোরা
- [ ] ঝিমুনি-তন্দ্রা ও ঘুম আসা
- [ ] শরীরে সুচ ফোটানোর মতো অনুভূতি
- [ ] বমিভাব
- [ ] দুই কাঁধে ব্যথা
- [ ] পিঠে পিঁপড়ে হাঁটার মতো অনুভূতি
- [ ] ঘাম হওয়া ও হৃৎস্পন্দন দ্রুত হওয়া

লেখকের বর্ণনা; তালিকা 'ইত্যাদি' দিয়ে শেষ

এসব লক্ষণ যদি পাওয়া যায়, তবে সে সাধ্য অনুযায়ী রুকইয়াহ পুনরাবৃত্তি করবে (তিনবার) বা তার চেয়ে বেশি; অথবা যদি সে অনুভব করে যে নির্দিষ্ট কোনো আয়াতে সে প্রভাবিত হচ্ছে, (তবে সেটি খুব বেশি বেশি পুনরাবৃত্তি করবে) — কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা ছাড়াই।

রুকইয়াহ পাঠের নিয়ম

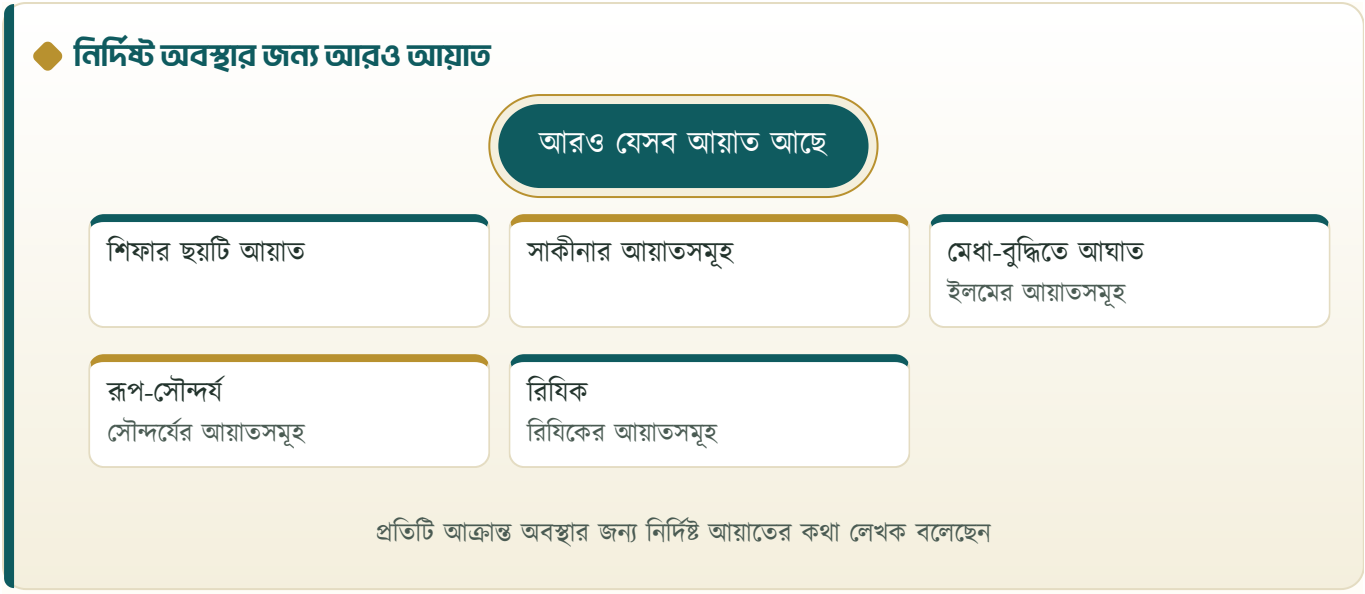
১. **অর্থে মনোযোগ**
আয়াতের অর্থের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে পাঠ

২. **লক্ষণ লিপিবদ্ধ করা**
রোগীর মধ্যে যা প্রকাশ পায়

৩. **পুনরাবৃত্তি**
লক্ষণ পেলে সাধ্য অনুযায়ী তিনবার বা তার বেশি

৪. **নির্দিষ্ট আয়াতে প্রভাব**
সেটি খুব বেশি বেশি পুনরাবৃত্তি, কোনো সংখ্যা ছাড়াই

আর আছে শিফার ছয়টি আয়াত, সাকীনার আয়াতসমূহ এবং প্রতিটি আক্রান্ত অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট আয়াতসমূহ। যেমন — যার মেধা-বুদ্ধিতে আঘাত লেগেছে তার জন্য ইলমের আয়াতসমূহ, রূপ-সৌন্দর্যের আয়াতসমূহ, রিযিকের আয়াতসমূহ এবং এ জাতীয় আরও আয়াত।



আর কিছু দোয়াও রয়েছে; সেগুলোর মধ্যে ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ যেগুলো উল্লেখ করেছেন তা-ও আছে।

দোয়ার মাধ্যমে রুকইয়াহ (الرقية بالأدعية)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مسلم ٠٦٨١٨

১. “আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।” (মুসলিম ৬৮১৮)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ

وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ البخاري ٠٣١٩١

২. “আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর আশ্রয় নিচ্ছি প্রত্যেক শয়তান ও বিষাক্ত প্রাণী থেকে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর বদনজর থেকে।” (বুখারী ৩১৯১)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا

ذَرَأَ فِي الأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ إِلاَّ طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ مسند أحمد ١٥٠٣٥.

৩. “আমি আল্লাহর সেই পরিপূর্ণ বাণীসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি, যেগুলোর সীমা কোনো নেককার কিংবা বদকার অতিক্রম করতে পারে না — তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, যা ছড়িয়ে দিয়েছেন ও যাকে অস্তিত্ব দিয়েছেন তার অনিষ্ট থেকে; আসমান থেকে যা নামে তার অনিষ্ট থেকে; আসমানে যা ওঠে তার অনিষ্ট থেকে; জমিনে যা তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন তার অনিষ্ট থেকে; জমিন থেকে যা বের হয় তার অনিষ্ট থেকে; রাত ও দিনের ফিতনাসমূহের অনিষ্ট থেকে; এবং রাতের আগন্তুকদের অনিষ্ট থেকে — তবে যে আগন্তুক কল্যাণ নিয়ে আসে সে ছাড়া। হে রহমান!” (মুসনাদে আহমাদ ১৫০৩৫)

تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الربّ من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يُجارُ عليه، حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم .

৪. “আমি সেই আল্লাহর আশ্রয়ে সুরক্ষিত হলাম, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি আমার ইলাহ এবং সবকিছুর ইলাহ। আমি আশ্রয় নিলাম আমার রবের ও সবকিছুর রবের; ভরসা করলাম সেই চিরঞ্জীবের উপর, যাঁর মৃত্যু নেই; আর অনিষ্ট প্রতিহত করলাম ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ দ্বারা। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক। বান্দাদের মোকাবিলায় রবই আমার জন্য যথেষ্ট; সৃষ্টির মোকাবিলায় স্রষ্টাই আমার জন্য যথেষ্ট; রিযিকপ্রাপ্তদের মোকাবিলায় রিযিকদাতাই আমার জন্য যথেষ্ট; যিনি আমার জন্য যথেষ্ট তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট; যাঁর হাতে সবকিছুর সার্বভৌমত্ব তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি আশ্রয় দেন, তাঁর বিরুদ্ধে কাউকে আশ্রয় দেওয়া হয় না। আল্লাহই যথেষ্ট। যে ডাকে, আল্লাহ তার ডাক শোনেন। আল্লাহকে ছাড়িয়ে আর কোনো লক্ষ্য নেই। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তাঁরই উপর আমি ভরসা করলাম এবং তিনিই মহান আরশের রব।”

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي

تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللهِ ثَلاَثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ:

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ. مسلم.

৫. নবী ﷺ বলেছেন: "তোমার শরীরের যে জায়গায় ব্যথা অনুভব করছ সেখানে হাত রাখো এবং তিনবার বলো 'বিসমিল্লাহ', আর সাতবার বলো: 'আমি আল্লাহর সম্মান ও কুদরতের আশ্রয় নিচ্ছি আমি যা অনুভব করছি এবং যা থেকে সতর্ক থাকছি তার অনিষ্ট থেকে।'" (মুসলিম)

ব্যথার স্থানে নবীর নির্দেশিত আমল

১ **হাত রাখা**
শরীরের যে জায়গায় ব্যথা, সেখানে

২ **তিনবার বলা**
বিসমিল্লাহ

৩ **সাতবার বলা**
আল্লাহর সম্মান ও কুদরতের আশ্রয়, অনিষ্ট থেকে

দোয়া ৫, মুসলিম

اللهم ذا السلطان العظيم والمنِّ القديم وذا الوجه الكريم وليّ

الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا من أنفس الجن

وأعين الإنس .

৬. “হে আল্লাহ! হে মহান কর্তৃত্বের অধিকারী, হে চিরন্তন অনুগ্রহের মালিক, হে সম্মানিত চেহারার অধিকারী, হে পরিপূর্ণ কালিমাসমূহ ও কবুলযোগ্য দোয়াসমূহের অভিভাবক! আপনি আমাদেরকে জিনদের নফস ও মানুষের বদনজর থেকে নিরাপত্তা দিন।”

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ابن ماجة ٣٥٢٣.

৭. “আল্লাহর নামে আমি তোমাকে ঝাড়ছি; আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দিন এমন প্রতিটি রোগ থেকে যা তোমাকে কষ্ট দেয় এবং প্রতিটি নফস বা হিংসুকের চোখ থেকে; আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দিন। আল্লাহর নামে আমি তোমাকে ঝাড়ছি।” (ইবনে মাজাহ ৩৫২৩)

كَلِمَاتُ الْفَرَجِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ صحيح الجامع الصغير - الألباني ٤٥٧١.

৮. “কালিমাতুল ফারাজ (মুক্তির বাক্যসমূহ): আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি পরম সহনশীল, মহানুভব; আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি সুউচ্চ, মহান; আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি সাত আসমানের রব ও সম্মানিত আরশের রব।” (সহীহুল জামিইস সাগীর — আলবানী ৪৫৭১)

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ سبع مرات يقوله للمريض صحيح.

৯. “আমি মহান আল্লাহর কাছে, মহান আরশের রবের কাছে প্রার্থনা করছি যে, তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করুন।” (সাতবার — রোগীর উদ্দেশে বলবে) সহীহ।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ

اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ صحيح الجامع الصغير ٣٨٣٣.

১০. “আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র; নিশ্চয়ই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।” — কোনো মুসলিম ব্যক্তি কোনো বিষয়ে এই দোয়া করলে আল্লাহ অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দেন। (সহীহুল জামিইস সাগীর ৩৩৮৩)

رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ

وَالأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الأَرْضِ

اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ

رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأُ أبو داود ٣٨٩٢.

১১. “হে আমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমানে আছেন! আপনার নাম পবিত্র। আসমান ও জমিনে আপনারই আদেশ চলে। আসমানে যেমন আপনার রহমত, তেমনি জমিনেও আপনার রহমত দান করুন। আমাদের গুনাহ ও ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন। আপনি পবিত্রদের রব। আপনার রহমত থেকে রহমত এবং আপনার শিফা থেকে শিফা নাযিল করুন এই ব্যথার উপর, যাতে তা সেরে যায়।” (আবু দাউদ ৩৮৯২)

দোয়াগুলোর সূচি

দোয়া নং	বিষয়
১	আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর আশ্রয়, সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে
২	শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী ও ক্ষতিকর বদনজর থেকে
৩	পরিপূর্ণ বাণীর আশ্রয়, নানা অনিষ্ট ও ফিতনা থেকে
৪	আল্লাহর আশ্রয়ে সুরক্ষা, ভরসা, ‘আল্লাহই যথেষ্ট’
৫	ব্যথার স্থানে হাত রেখে তিনবার, সাতবার
৬	জিনদের নফস ও মানুষের বদনজর থেকে নিরাপত্তা
৭	প্রতিটি রোগ ও হিংসুকের চোখ থেকে ঝাড়া
৮	কালিমাতুল ফারাজ
৯	সাতবার, রোগীর উদ্দেশে বলা
১০	আপনি ছাড়া ইলাহ নেই; আমি সীমালঙ্ঘনকারী
১১	আসমানের রব; রহমত ও শিফা নাযিলের প্রার্থনা

রুকইয়াহর সাথে ব্যবহার করা যায় এমন বৈধ চিকিৎসা-উপকরণ (العلاجات المباحة التي يمكن استعمالها مع الرقية)

১. যমযমের পানি (ماء زمزم): যমযমের পানি পান করা এবং তা দিয়ে আরোগ্য কামনা করা — পান করে ও গোসল করে, যদি তা সহজলভ্য হয়। আর তাতে যদি (কুরআন) পড়া হয়, তবে তা আরও উত্তম।

২. জলপাই তেল (زيت الزيتون): বিশেষত সেই তেল যাতে কুরআন পড়া হয়েছে; তা দিয়ে সমস্ত শরীরে মালিশ করা হবে এবং তা থেকে খাওয়াও হবে।

৩. মধু (العسل): এতে মানুষের জন্য শিফা রয়েছে, যেভাবেই তা ব্যবহার করা হোক (পান করে — মালিশ করে — চোখে সুরমার মতো লাগিয়ে); আর তা পড়া অবস্থায় ব্যবহার করা হবে।

৪. কালোজিরা (الحبة السوداء): নবী ﷺ হাদীসে বলেছেন:

الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ مسلم.

“কালোজিরা প্রতিটি রোগের শিফা।” (মুসলিম)

এটি ব্যবহার করা হয় (গুঁড়ো করে দিনে দুইবার এক চা-চামচ করে চুষে খাওয়া — চায়ের মতো পান করা — সিদ্ধ করা পানির বাষ্প নাক দিয়ে টেনে নেওয়া — এর তেল দিয়ে মালিশ করা — এর ভেজানো পানি দিয়ে গোসল করা...ইত্যাদি)।

৫. গোসলের জন্য কিছু ভেষজ (**بعض الأعشاب للاغتسال**): যেমন (সিদর (কুলপাতা) — সামুদ্রিক লবণ — ফিটকিরি — কর্পূর — কুস্ত)।

৬. হিজামা (**الحجامة**): নবী ﷺ বলেছেন:

أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ أَنَّ الْحَجْمَ أَنْفَعُ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ صحيح الجامع الصغير ٠٢١٨

"জিবরীল আমাকে জানিয়েছেন যে, হিজামাই হলো মানুষ যেসব উপায়ে চিকিৎসা নেয় তার মধ্যে সবচেয়ে উপকারী।" (সহীহুল জামিইস সাগীর ২১৮)

৭. কারও কাছে গিয়ে রুকইয়াহ করানোতে কোনো দোষ নেই; তবে সতর্ক থেকো, যেন কোনো জাদুকর কিংবা ভণ্ডের হাতে গিয়ে না পড়ো। আর জেনে রেখো, তাদের কেউ কেউ দাবি করে যে সে কুরআন দিয়ে চিকিৎসা করে এবং তার মধ্যে সচ্চরিত্রের ভাব প্রকাশ পায়, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে তা থেকে বহু দূরে। কাজেই তুমি যদি চিকিৎসা নিতে চাও, তবে শরঈ চিকিৎসকদের সম্পর্কে অবশ্যই আহলুস সুন্নাহর নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করবে; যাকে-তাকে জিজ্ঞাসা করবে না।

রুকইয়াহর সাথে বৈধ চিকিৎসা-উপকরণ

রুকইয়াহর সাথে ব্যবহার্য বৈধ উপকরণ

- **যমযমের পানি** — সহজলভ্য হলে পান ও গোসল; কুরআন পড়া হলে আরও উত্তম
- **জলপাই তেল** — বিশেষত কুরআন পড়া তেল; সমস্ত শরীরে মালিশ ও খাওয়া
- **মধু** — পান, মালিশ, চোখে সুরমার মতো; পড়া অবস্থায়
- **কালোজিরা** — হাদীস: 'প্রতিটি রোগের শিফা'
- **গোসলের ভেষজ** — কুলপাতা, সামুদ্রিক লবণ, ফিটকিরি, কর্পূর, কুস্ত
- **হিজামা** — জিবরীলের জানানো হাদীস
- **কারও কাছে রুকইয়াহ করানো** — জাদুকর কিংবা ভণ্ড থেকে সতর্কতা

কারও কাছে রুকইয়াহ করাতে চাইলে

করুন

- ✓ আহলুস সুন্নাহর নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করা
- ✓ শরঈ চিকিৎসকদের সম্পর্কে অবশ্যই খোঁজ নেওয়া

করবেন না

- ✗ জাদুকর বা ভণ্ডের হাতে গিয়ে পড়া
- ✗ যাকে-তাকে জিজ্ঞাসা করা

এক নজরে

- ★ রুকইয়াহ পড়তে হবে আয়াতের অর্থে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে
- ★ লক্ষণ প্রকাশ পেলে সাধ্য অনুযায়ী তিনবার বা তার বেশি পুনরাবৃত্তি
- ★ নির্দিষ্ট আয়াতে প্রভাবিত হলে সেটি বেশি বেশি, কোনো সংখ্যা ছাড়াই
- ★ ব্যথার স্থানে হাত রেখে তিনবার বিসমিল্লাহ, সাতবার আশ্রয়-দোয়া
- ★ বৈধ উপকরণ: যমযম, জলপাই তেল, মধু, কালোজিরা, ভেষজ, হিজামা
- ★ রুকইয়াহ করানোতে দোষ নেই; জাদুকর বা ভণ্ড থেকে সতর্ক থাকা

যাচাই করুন

1. রুকইয়াহ কীভাবে পড়তে হবে?

ক. অর্থের দিকে না তাকিয়ে দ্রুত

খ. আয়াতের অর্থের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে

2. লক্ষণ পাওয়া গেলে পাঠ কতবার পুনরাবৃত্তি করবে?

ক. কেবল একবার

খ. সাধ্য অনুযায়ী তিনবার বা তার চেয়ে বেশি

3. নির্দিষ্ট কোনো আয়াতে প্রভাবিত হলে কী করবে?

ক. সেটি খুব বেশি বেশি পুনরাবৃত্তি করবে, নির্দিষ্ট সংখ্যা ছাড়াই

খ. সেটি বাদ দেবে

4. ব্যথার স্থানে হাত রেখে নবী কতবার বিসমিল্লাহ বলতে বলেছেন?

ক. একবার

খ. সাতবার

গ. তিনবার

5. কালোজিরা সম্পর্কে হাদীসে কী বলা হয়েছে?

ক. প্রতিটি রোগের শিফা

খ. শুধু জ্বরের ওষুধ

6. কারও কাছে গিয়ে রুকইয়াহ করানো সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

খ. কোনো দোষ নেই, তবে জাদুকর বা ভণ্ডের হাতে পড়া থেকে সতর্ক থাকতে হবে

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-ক, ৪-গ, ৫-ক, ৬-খ

অধ্যায় ৫ সমাপ্ত

নারীদের প্রতি নসীহত

জেনে রাখো, অন্য সকলের চেয়ে তুমিই বদনজর বা হাসাদে আক্রান্ত হওয়ার সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছ; তাই নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করো:

1. নিজের দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করো, যাতে শরীয়তের আদেশসমূহের সীমায় থেমে থাকতে পারো; আর বেশি বেশি ইস্তিগফার করো। কেননা তোমার উপর যা কিছুই আপতিত হয়েছে, তা কেবল গুনাহ ও পাপাচারের কারণেই আপতিত হয়েছে।
2. প্রয়োজন ছাড়া অধিক বাইরে বেরিয়ো না, আর সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেরিয়ো না। কারণ যে নারীই তার ঘর থেকে বের হয়, শয়তান তার দিকে উঁকি দেয় এবং তাকে (মানুষের চোখে) সুশোভিত করে তোলে — আর এটিই বদনজরে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ।
3. পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখে এমন শরঈ হিজাব পরিধান করো, এবং ফ্যাশনের হারাম হিজাবগুলো থেকে দূরে থাকো — সেই আঁটসাঁট হিজাব, যা শরীরের গড়ন ফুটিয়ে তোলে যেন তা একটি গাউন; সেই রঙচঙে হিজাব, যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সেই সূচিকর্ম ও নকশা করা হিজাব; বরং স্বচ্ছ-পাতলা হিজাবও। এগুলোর কোনোটিই হিজাব নয়, সুতরাং নিজেকে ধোঁকা দিয়ো না।
4. উঁচু গোড়ালির (হাই-হিল) জুতা পরা থেকে বিরত থাকো, আর সুগন্ধি মেখে বাইরে বেরোনো থেকেও বিরত থাকো। কারণ মুস্তফা ﷺ এ সবকিছু থেকেই সতর্ক করেছেন — আর এ-ও আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ।
5. বিয়ে-শাদির মতো আনন্দ-আয়োজনগুলোতে যাওয়া থেকে বিরত থাকো, যেখানে হারাম গান-বাজনা থাকে; কারণ সেখানে ফাসাদের লোকজন ও শয়তানদের ভিড় থাকে, যারা অন্তরের দিক থেকে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।
6. নারীদের মধ্যে থাকাকালেও তোমার হিজাব ও পোশাকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো; আর যে নারী ওইসব বেহায়া পোশাক পরে নিজের উরুর অর্ধেক, বুকের অর্ধেক ও পিঠের অধিকাংশ অনাবৃত করে রাখে, তাকে দেখে প্রতারিত হয়ো না। এ সবকিছুই আমাদের সমাজে — বিশেষত আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে — বিদ্যমান, আর এ থেকেই বদনজরে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে।
7. নারীদের হারাম মজলিসগুলো এড়িয়ে চলো — গীবত, চোগলখোরি, উপহাস ও অন্যকে খাটো করার মজলিস; এসব মজলিসেই হাসাদ ও নিন্দনীয় প্রতিযোগিতা বেড়ে ওঠে।
8. নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখো এবং তোমার ঘরের গোপন কথা দূরের লোকের আগে নিকটজন থেকেই লুকিয়ে রাখো; কত পরিবারই না কেবল এ কারণে আক্রান্ত হয়েছে! আর পুরুষদের সামনে তোমার কণ্ঠস্বর নিচু রাখো, তা কোমল-আকর্ষণীয় করে তুলো না; নইলে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে লোভ করে বসবে।
9. বদনজর ও হাসাদ থেকে রুকইয়াহ করার ব্যাপারে নিজেকে নিয়মিত রাখো, এবং পড়া তেল ও পড়া পানি ব্যবহার করো — পান করার মাধ্যমে ও গায়ে মালিশ করার মাধ্যমে।
10. অপচয়, অপব্যয়, লোক-দেখানো গর্ব এবং মানুষের সামনে নিজেকে জাহির করার জন্য বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকো।
11. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, সুনানে রাওয়াতিব এবং বিশেষভাবে কিয়ামুল লাইলের হেফাজত করো; কারণ তাতেই আল্লাহর অবতরণ ঘটে এবং দুআসমূহ কবুল হয় — আর তা খুশূর সাথে আদায় করো।
12. সর্বদা আল্লাহর কাছে দুআ করো, কবুল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে; তবে তার আগে নিজের খাদ্যকে পবিত্র (হালাল) করে নাও — কারণ তা যদি হারাম থেকে হয়, তবে তোমার দুআ কবুল হবে না। দুআ কবুলের সময়গুলো

বেছে নাও, আর আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করো না। কেননা হাদীসে এসেছে: (يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي) — "তোমাদের কারও দুআ কবুল করা হয়, যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়ো করে এবং বলে: আমি তো আমার রবের কাছে দুআ করলাম, কিন্তু তিনি আমার ডাকে সাড়া দিলেন না।" (মুসলিম ৬৮৭০)

13. হয়তো তুমি কোনো কিছুকে অপছন্দ করছ, অথচ তা-ই তোমার জন্য কল্যাণকর! আর জেনে রাখো, বিপদ তোমাকে ধ্বংস করতে বা মেরে ফেলতে আসেনি; বরং তা এসেছে তোমার ধৈর্য পরীক্ষা করতে ও তোমাকে আজমাইশে ফেলতে।

নারীদের প্রতি নসীহত: সারকথা

করুন

- ✓ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন ও বেশি বেশি ইস্তিগফার
- ✓ পূর্ণ শরীর ঢাকা শরঈ হিজাব
- ✓ জিহ্বা সংযত রাখা; ঘরের গোপন কথা লুকানো
- ✓ নিয়মিত রুকইয়াহ; পড়া তেল ও পানি
- ✓ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, কিয়ামুল লাইলের হেফাজত

করবেন না

- ✗ প্রয়োজন ছাড়া অধিক বাইরে বেরোনো; সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেরোনো
- ✗ ফ্যাশনের হারাম হিজাব: আঁটসাঁট, রঙচঙে, নকশা করা, স্বচ্ছ-পাতলা
- ✗ হাই-হিল পরা ও সুগন্ধি মেখে বের হওয়া
- ✗ হারাম গান-বাজনার আনন্দ-আয়োজনে যাওয়া
- ✗ গীবত, চোগলখোরি ও উপহাসের মজলিস
- ✗ অপচয়, অপব্যয় ও লোক-দেখানো গর্ব

অধ্যায়ের তেরোটি নসীহত থেকে সংক্ষেপে

দুআ করার সময় নসীহত

১. **খাদ্য পবিত্র (হালাল) করা**
দুআর আগে; হারাম থেকে হলে দুআ কবুল হবে না

২. **সর্বদা দুআ**
কবুল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে

৩. **কবুলের সময় বেছে নেওয়া**
দুআ কবুলের সময়গুলো

৪. **তাড়াহুড়ো না করা**
হাদীস: তাড়াহুড়ো না করলে দুআ কবুল করা হয়

এক নজরে

- ★ নারীই বদনজর বা হাসাদে আক্রান্ত হওয়ার সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে, লেখকের বক্তব্য
- ★ ঘর থেকে বের হলে শয়তান উঁকি দেয় ও সুশোভিত করে তোলে
- ★ আঁটসাঁট, রঙচঙে, নকশা করা বা স্বচ্ছ হিজাব হিজাব নয়
- ★ বিয়ে-শাদির হারাম গান-বাজনার আয়োজন ও গীবতের মজলিস এড়াও
- ★ পুরুষদের সামনে কণ্ঠস্বর নিচু রাখো, কোমল-আকর্ষণীয় করো না
- ★ দুআর আগে খাদ্য হালাল করো; তাড়াহুড়ো করো না
- ★ বিপদ এসেছে ধৈর্য পরীক্ষা করতে, ধ্বংস করতে নয়

যাচাই করুন

1. নারী ঘর থেকে বের হলে শয়তান কী করে?

ক. তার দিকে উঁকি দেয় এবং তাকে সুশোভিত করে তোলে

খ. তাকে পাহারা দেয়

2. লেখক কোন ধরনের হিজাবকে ‘হিজাব নয়’ বলেছেন?

ক. পূর্ণ শরীর ঢাকা পোশাক

খ. আঁটসাঁট, রঙচঙে, নকশা করা ও স্বচ্ছ-পাতলা হিজাব

3. পুরুষদের সামনে কণ্ঠস্বর সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. নিচু রাখো, কোমল-আকর্ষণীয় করো না

খ. মধুর করে তোলো

4. খাদ্য হারাম হলে দুআর কী হবে?

ক. দুআ কবুল হবে না

খ. কবুল হবে, তবে দেরিতে

5. পড়া তেল ও পড়া পানি কীভাবে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে?

ক. পান করে ও গায়ে মালিশ করে

খ. কেবল ঘরে ছিটিয়ে

6. বিপদ কেন এসেছে বলে লেখক নারীকে জানতে বলেছেন?

ক. তোমাকে ধ্বংস করতে

খ. তোমার ধৈর্য পরীক্ষা করতে ও আজমাইশে ফেলতে

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-ক, ৪-ক, ৫-ক, ৬-খ

পুরুষদের প্রতি নসীহত

1. নিজের দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করো, কারণ তোমার পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহর সামনে তুমিই প্রথম দায়িত্বশীল।
2. তোমার পরিবারকে তাকদীরে নির্ধারিত ভাগের উপর সন্তুষ্টি ও অল্পে তুষ্টির শিক্ষায় গড়ে তোলো, আর তাদের জন্য আদর্শ হও।
3. অহংকার এবং নিজের ভাইদের উপর গর্ব প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকো; নইলে তারা তোমাকে হাসাদ করবে।
4. তোমার সব কাজ সফল করার জন্য গোপনীয়তাকে সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করো।
5. নিজের জিহ্বা সংযত রাখো; তিনটি বিষয় প্রকাশ করো না — বয়স, সাধ্যমতো সম্পদ, এবং মাযহাব (মত ও মতাদর্শ)। কারণ এ তিনটির কারণেই তুমি তিন শ্রেণির লোকের দ্বারা পরীক্ষিত হবে: مموه (মুমাওয়াহ — বিকৃতকারী), ممخرق (মুমাখরিক — ধোঁকাবাজ) ও مكذب (মুকাযযিব — মিথ্যারোপকারী)।
6. মন্দ সঙ্গীদের থেকে বিরত থাকো — যারা একান্তে গেলে ক্রোধে তোমার বিরুদ্ধে আঙুল কামড়ায়।
7. নিজের ও নিজের পরিবারের তাহসীন (আত্মরক্ষার ব্যবস্থা) গ্রহণ করা তোমার কর্তব্য।
8. বেশি বেশি সদকা করো এবং তাতে নিয়মিত থাকো।

পুরুষদের প্রতি নসীহত: সারকথা

করুন

- ✓ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন; পরিবারের দায়িত্বশীল তুমিই
- ✓ পরিবারকে সন্তুষ্টি ও অল্পে তুষ্টির শিক্ষা দেওয়া
- ✓ কাজ সফল করতে গোপনীয়তা সহায়ক করা
- ✓ নিজের ও পরিবারের তাহসীন গ্রহণ করা
- ✓ বেশি বেশি সদকা করা ও তাতে নিয়মিত থাকা

করবেন না

- ✗ অহংকার ও ভাইদের উপর গর্ব প্রকাশ
- ✗ বয়স, সাধ্যমতো সম্পদ ও মাযহাব প্রকাশ
- ✗ মন্দ সঙ্গীদের সাথে থাকা

তিনটি বিষয় প্রকাশ করো না

জিহ্বা সংযত রাখো

- বয়স
- সাধ্যমতো সম্পদ
- মাযহাব (মত ও মতাদর্শ)
- কারণ
  তিন শ্রেণির লোকের দ্বারা পরীক্ষিত হবে
- তিন শ্রেণি
  বিকৃতকারী, ধোঁকাবাজ ও মিথ্যারোপকারী

যাচাই করুন

1. পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহর সামনে প্রথম দায়িত্বশীল কে?
   - ক. স্ত্রী
   - খ. পুরুষ নিজে
   - গ. প্রতিবেশী
2. অহংকার ও ভাইদের উপর গর্ব প্রকাশ করলে কী হবে?
   - ক. তারা তোমাকে হাসাদ করবে
   - খ. তারা তোমাকে সম্মান করবে
3. কোন তিনটি বিষয় প্রকাশ না করতে বলা হয়েছে?
   - ক. নাম, ঠিকানা ও পেশা
   - খ. বয়স, সাধ্যমতো সম্পদ ও মাযহাব
4. মন্দ সঙ্গীদের সম্পর্কে কী নসীহত করা হয়েছে?
   - ক. তাদের সাথে বেশি মেশো
   - খ. তাদের থেকে বিরত থাকো

উত্তর: ১-খ, ২-ক, ৩-খ, ৪-খ

অধ্যায় ৭ সমাপ্ত

সৌন্দর্যের অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত যেসব বস্তু বদনজর ও হাসাদ প্রতিহত করে বলে বিশ্বাস করা হয়

এগুলো ভ্রান্ত বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত, যা শিরকের দিকে নিয়ে যায় — আল্লাহর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(বইয়ের এ পৃষ্ঠায় নীল চোখের নানা অলংকারের ছবি ছাপা হয়েছে — গলার ঝুলন্ত অলংকার, "Evil Eye Bracelet", লকেট, কানের দুল, ব্রেসলেট ও ফারাওনি "চোখ"-এর ফলক।)














- **العين الزرقاء** (নীল চোখ): এটি গলার হারে এবং ব্রেসলেট হিসেবে পরা হয়; বদনজর ও হাসাদ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তরুণী ও নারীদের মধ্যে এটি সুপরিচিত।
- **خمسة وخميسة** (খামসা ও খুমাইসা — পাঁচ আঙুলের পাঞ্জা-আকৃতির তাবীজ): এর কোনো কোনোটিতে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কুরআনের আয়াত লিখে দেওয়া হয়। এগুলো ঝুলিয়ে রাখা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে ফতোয়া রয়েছে; এমনকি তা কুরআন থেকে হলেও তার হুকুম একই।
- নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ বদনজর ফিরিয়ে দেয় — এমন বিশ্বাস পোষণ করা।
- সন্তানদের কুৎসিত নাম রাখা, এ বিশ্বাসে যে তা তাদের থেকে বদনজর দূর করবে।
- গাড়ি ও অনুরূপ বস্তুর উপর ডিম ভাঙা।
- শিশুদের বুকে সোনা-রুপা বা অনুরূপ ধাতুতে লেখা কুরআনের আয়াত ঝুলিয়ে দেওয়া সম্পর্কে এমন বিশ্বাস পোষণ করা — কারণ এতে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার কিতাবের অবমাননা রয়েছে; কেননা শিশু ওই আয়াতগুলোর অর্থ ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে না।
- কালোজিরা, যব, মুদ্রা, লবণ, ফটকিরি বা অন্যান্য শস্যদানা রয়েছে এমন নির্দিষ্ট তাবীজ বদনজর ও হাসাদ প্রতিহত করে — এই বিশ্বাস পোষণ করা।
- ভেষজ দিয়ে ধোঁয়া দেওয়া (তাবখীর) জায়েয নয় — যদি এ বিশ্বাস রাখা হয় যে তা বদনজর থেকে আরোগ্য দেয়, কিংবা তা জাদুকরদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। তবে যেসব ভেষজের উপকারিতা প্রমাণিত, সেগুলো সহায়ক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে কোনো দোষ নেই — কিন্তু সেগুলোর মধ্যে (স্বতঃপ্রভাবের) বিশ্বাস না রেখে।

বদনজর প্রতিহতের নামে ভ্রান্ত বিশ্বাস

করুন	করবেন না
✓ প্রমাণিত ভেষজ সহায়ক হিসেবে ব্যবহার; স্বতঃপ্রভাবে বিশ্বাস ছাড়া	✗ বদনজর প্রতিহতের উদ্দেশ্যে নীল চোখ হারে বা ব্রেসলেটে পরা ✗ খামসা ও খুমাইসা তাবীজ ঝুলিয়ে রাখা ✗ দরূদ পাঠ বদনজর ফেরায়, এই বিশ্বাস ✗ বদনজর দূর হবে ভেবে কুৎসিত নাম রাখা ✗ গাড়ি ও অনুরূপ বস্তুর উপর ডিম ভাঙা ✗ শিশুদের বুকে ধাতুতে লেখা আয়াত ঝুলানো ✗ শস্যদানা বা মুদ্রার নির্দিষ্ট তাবীজে বিশ্বাস ✗ আরোগ্যের বিশ্বাসে ভেষজের ধোঁয়া (তাবখীর)

অধ্যায়ের শুরুতে লেখক: এগুলো ভ্রান্ত বিশ্বাস, যা শিরকের দিকে নিয়ে যায়

নির্দিষ্ট বিষয়ে বইয়ের বক্তব্য

বিষয়	বইয়ের বক্তব্য
খামসা ও খুমাইসা (পাঁচ আঙুলের তাবীজ)	ঝুলিয়ে রাখা নাজায়েয, ফতোয়া আছে; কুরআন থেকে হলেও একই হুকুম
শিশুদের বুকে ধাতুতে আয়াত ঝুলানো	কুরআনের অবমাননা; শিশু অর্থ ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে না
ভেষজের ধোঁয়া (তাবখীর)	জায়েয নয়, যদি আরোগ্যের বিশ্বাস রাখা হয় বা জাদুকরদের কাছ থেকে নেওয়া হয়
উপকারিতা প্রমাণিত ভেষজ	সহায়ক হিসেবে ব্যবহারে দোষ নেই, স্বতঃপ্রভাবের বিশ্বাস ছাড়া

শাইখ ইবনে বাযের ফতোয়া

س: سُئِلَ سماحة الشيخ بن باز رحمه الله هناك بعض القراء

يصفون أدوية تُباع عند العطارين تُوضع على جمرٍ ثم يتبخر به

المريض ويُبخر به غرف البيت كالشبّ ونحوه ؟

প্রশ্ন: সম্মানিত শাইখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হলো — কিছু কারী (রুকইয়াহ-পাঠকারী) এমন কিছু ওষুধের কথা বলেন যা ভেষজ-বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি হয়; সেগুলো জ্বলন্ত কয়লার উপর রাখা হয়, অতঃপর রোগী তার ধোঁয়া গ্রহণ করে এবং তা দিয়ে ঘরের কক্ষগুলোতেও ধোঁয়া দেওয়া হয় — যেমন ফটকিরি ও অনুরূপ বস্তু?

فأجاب: إذا نفع فلا بأس أكثر الطب بالتجارب ، إذا وجد أشياء تنفع الناس بالتجارب بخوراً ودهوناً أو مشروباً إذا جُربت ونفعت لا بأس الطب ليس توقيفي لكن بشرط أن لا يكون نجساً ولا محرماً من الشرع فإذا كان شيء مباح استعمله ونفعه من الحبوب المباحة أو غير ذلك من الشيء الذي ليس فيه محذور شرعي.

তিনি উত্তর দিলেন: যদি তা উপকার করে তবে কোনো দোষ নেই; চিকিৎসাশাস্ত্রের অধিকাংশই তো অভিজ্ঞতালব্ধ। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যদি এমন কিছু পাওয়া যায় যা মানুষের উপকারে আসে — ধোঁয়া (বখূর) হিসেবে, মালিশের তেল হিসেবে বা পানীয় হিসেবে — এবং তা পরীক্ষা করে উপকার পাওয়া গেছে, তবে কোনো দোষ নেই। চিকিৎসা তাওকীফি (নস-নির্ভর) নয়। তবে শর্ত হলো, তা যেন নাপাক না হয় এবং শরীয়তে হারামও না হয়। সুতরাং যদি তা মুবাহ কোনো বস্তু হয়, সে তা ব্যবহার করবে ও উপকার পাবে — মুবাহ শস্যদানা হোক বা এমন অন্য কিছু, যাতে শরীয়তসম্মত কোনো নিষেধ নেই।

— শাইখ আবদুল আযীয ইবনে বায (الشيخ عبدالعزيز ابن باز)

ইবনে বাযের উত্তরে শর্ত

করুন	করবেন না
✓ মুবাহ বস্তু, যাতে শরীয়তসম্মত নিষেধ নেই	✕ নাপাক বস্তু
✓ অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা করে উপকার পাওয়া	✕ শরীয়তে হারাম বস্তু

ধোঁয়া, মালিশের তেল বা পানীয় সম্পর্কে; চিকিৎসা তাওকীফি নয়

এক নজরে

- ★ অলংকার ও তাবীজকে বদনজর প্রতিহতকারী বিশ্বাস করা ভ্রান্ত, শিরকের দিকে নিয়ে যায়
- ★ খামসা-খুমাইসা ঝুলানো নাজায়েয হওয়ার ফতোয়া আছে; কুরআন থেকে হলেও একই হুকুম
- ★ শিশুদের বুকে আয়াত ঝুলানোয় কুরআনের অবমাননা আছে
- ★ ভেষজের ধোঁয়া জায়েয নয়, যদি আরোগ্যের বিশ্বাস বা জাদুকরদের কাছ থেকে
- ★ ইবনে বায: উপকার হলে দোষ নেই; শর্ত — নাপাক ও হারাম নয়
- ★ ইবনে বায: চিকিৎসা তাওকীফি নয়; অধিকাংশ অভিজ্ঞতালব্ধ

যাচাই করুন

1. খামসা-খুমাইসা ঝুলিয়ে রাখা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. জায়েয, যদি তাতে কুরআনের আয়াত থাকে

খ. নাজায়েয; কুরআন থেকে হলেও হুকুম একই

2. শিশুদের বুকে আয়াত ঝুলানোয় আপত্তির কারণ কী?

ক. আয়াত খুব ছোট হয়

খ. কুরআনের অবমাননা; শিশু অর্থ ও মর্যাদা বোঝে না

3. ভেষজের ধোঁয়া (তাবখীর) কখন জায়েয নয়?

ক. সর্বদা

খ. আরোগ্যের বিশ্বাস রাখলে বা জাদুকরদের কাছ থেকে নিলে

4. ইবনে বাযের মতে চিকিৎসা কেমন?

ক. তাওকীফি (নস-নির্ভর)

খ. তাওকীফি নয়

5. ইবনে বাযের শর্ত অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য বস্তু কেমন হতে হবে?

ক. নাপাক ও শরীয়তে হারাম নয়

খ. জাদুকরের দেওয়া

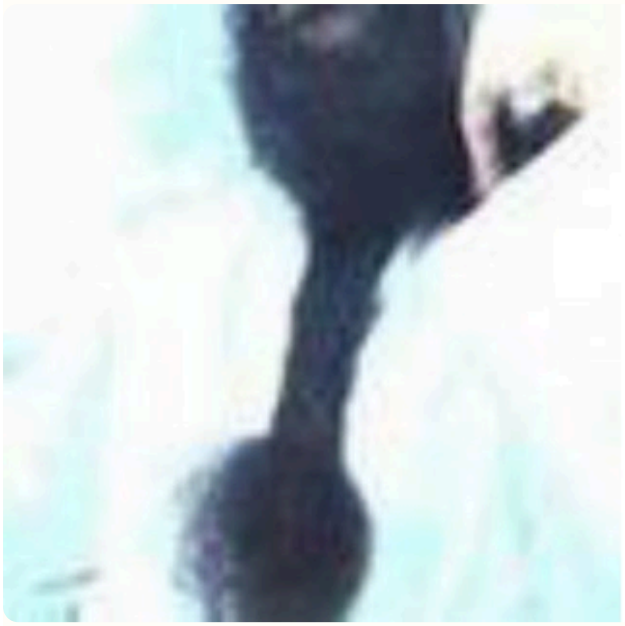
উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-ক

অধ্যায় ৮ সমাপ্ত

বদনজরে আক্রান্ত কিছু ঘটনার ছবি এবং রুকইয়াহ শরইয়্যাহ দ্বারা তার চিকিৎসা

(বইয়ের এ পৃষ্ঠায় প্রতিটি ঘটনার জন্য দুটি করে ছবি ছাপা হয়েছে — قبل অর্থাৎ "আগে" এবং بعد অর্থাৎ "পরে"। ছবিগুলোর শিরোনাম নিচে দেওয়া হলো।)

- এক ব্যক্তির দাড়িতে বদনজর লাগা।





- সৌন্দর্যের কারণে এক শিশুর বদনজরে আক্রান্ত হওয়া।





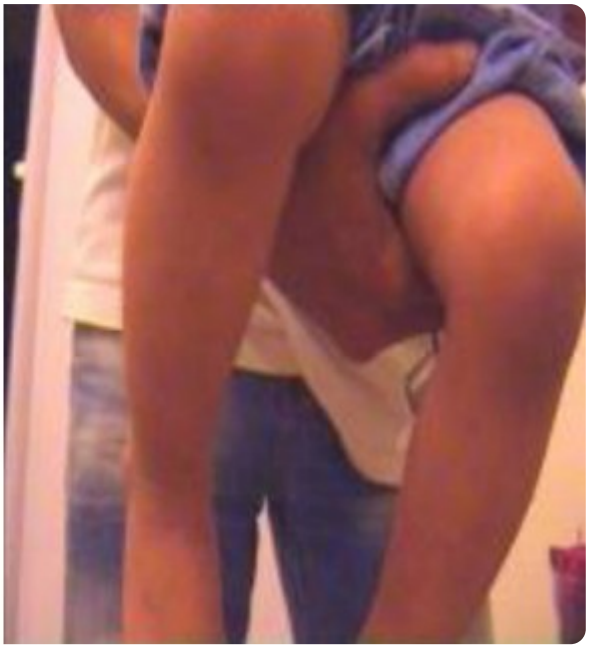
- এক নারীর বদনজরে আক্রান্ত হওয়ার প্রভাব।





- এক শিশুর দুই পায়ে বদনজর লাগা।





পরিশেষে.. আমি আশা করি এই বিষয়বস্তু প্রকাশে আমি তাওফীকপ্রাপ্ত হয়েছি। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

অধ্যায় ৯ সমাপ্ত



আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে

রাক্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464